৪৭

দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... 10 JUL 1997 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ২ ...

বই মেলেনি ।। শিক্ষকের অভাব ।। বিদ্যালয় গৃহের জীর্ণদশা

মধুপুরে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা ভেস্তে যাওয়ার উপক্রম

টাঙ্গাইল, ৯ই জুলাই (নিজস্ব সংবাদ-দাতা)।- পাঠ্য পুস্তকের অভাব, শিক্ষক স্বল্পতা, বিদ্যালয় গৃহের জীর্ণদশা এবং থানা শিক্ষা অফিসে এক শ্রেণীর কর্মকর্তা-কর্মচারীর দুর্নীতির কারণে মধুপুর থানায় বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা ভেস্তে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে।

মধুপুর থানা প্রাথমিক শিক্ষা দফতরের একটি সূত্র জানায়, এই থানায় বিদ্যালয় গমনোপযোগী শিশুর সংখ্যা প্রায় ৮৫ হাজার। এর মধ্যে সরকারি- বেসরকারি বিদ্যালয়সমূহে প্রায় ৬০ হাজার শিশু ভর্তি হয়েছে। বাকি প্রায় ২৫ হাজার শিশু প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। সূত্র জানান, শিক্ষা বর্ষের ৬ মাস সময় পেরিয়ে গেছে, কিন্তু অনেক ছাত্রছাত্রীর কাছেই এখনও পাঠ্যপুস্তক পৌঁছানো সম্ভব হয়নি। জেলা শিক্ষা দফতর থেকে প্রয়োজনের তুলনায় কম বই সরবরাহ করায় এটা হয়েছে। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর বাংলা, গণিত ও ইংরেজি বই পায়নি অনেক শিক্ষার্থী। তৃতীয় থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীদের মধ্যেও অনেকের কাছেই এখনও ইংরেজি ও গণিত বই পৌঁছেনি। সূত্রে বলা হয় থানার কোথাও বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী শিক্ষার্থী নেই; কিন্তু অযথা বৌদ্ধ ধর্ম বিষয়ক ১৪শ' কপি পাঠ্য বই দেয়া হয়েছে। হিন্দু ধর্ম বিষয়ক ৫শ', খৃষ্টান ধর্ম বিষয়ক ৬শ' এবং ইসলাম ধর্ম বিষয়ক ৩শ' বই উদ্বৃত্ত রয়ে গেছে।

মধুপুর থানা প্রাথমিক শিক্ষা দফতরের ওই সূত্র জানান, থানার মোট ৯০টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক ও সহকারী শিক্ষক মিলিয়ে শিক্ষক পদ সংখ্যা ৩শ' ৭৭টি। আর সরকারি বিদ্যালয়সমূহে শিক্ষার্থী সংখ্যা ৩৩ হাজার ৯শ' ১৪ জন। এই হিসেবে গড়ে ৯০ জন ছাত্রছাত্রীর জন্য রয়েছে মাত্র ১ জন শিক্ষক। সূত্রে বলা হয় এর উপর দীর্ঘদিন যাবৎ ৬টি প্রধান শিক্ষক ও ২১টি সহকারী শিক্ষক অর্থাৎ ২৭টি শিক্ষক পদ শূন্য রয়েছে দীর্ঘদিন যাবৎ। শিক্ষকের অভাবে বিভিন্ন বিদ্যালয়ে লেখাপড়া মারাত্মক ব্যাহত হচ্ছে। সূত্রে বলা হয় এর উপরে কিছু সহকারী শিক্ষককে ডেপুটেশনে প্রশিক্ষণে পাঠানোয় শিক্ষক সংকট তীব্র রূপ ধারণ করেছে।

মধুপুর থানা শিক্ষা দফতরের ওই সূত্র জানান, থানার শতকরা প্রায় ৭০ ভাগ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়েরই জীর্ণদশা এবং বিদ্যালয় গৃহে স্থানাভাব প্রকট। পাকিস্তান আমলে অপরিকল্পিতভাবে নির্মিত পাকা বিদ্যালয়ে গৃহসমূহের ছাদ ও দেয়াল ভেঙে খসে পড়েছে; কিন্তু অনেক বিদ্যালয়ই নতুন ভবন নির্মাণ করা হয়নি। গত কয়েক বছরে এলজিইডি কিছু সরকারি ও বেসরকারি ভবন নির্মাণ করে দিয়েছে। কিন্তু এগুলোর নির্মাণ কাজে ব্যাপক অনিয়মের কারণে দু'এক বছর না যেতেই অনেক বিদ্যালয়েরই অসুবিধা প্রকট হয়ে উঠেছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় ধানবাড়ি সরকারি বিদ্যালয়ে পুরনো ভবন পরিত্যক্ত। এলজিইডি কর্তৃক নির্মিত নতুন ভবনে একদিকে স্থান সংকুলান হয় না। অপর দিকে বৃষ্টির সময় এই বিদ্যালয় গৃহে পানি পড়ে। এতে ছাত্রছাত্রীদের লেখাপড়ায় অসুবিধা হচ্ছে। এছাড়া চাড়ালজানী, শহীদ স্মৃতি, রামকৃষ্ণ বাড়ি, মুসন্দী কয়ড়া ও কাকরাইদ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে স্থানাভাব প্রকট।

মধুপুর থানার সরকারি- বেসরকারি শিক্ষকদের পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয় দীর্ঘ দুই বছর যাবৎ থানায় থানায় শিক্ষা অফিসার পদ শূন্য। একজন সিনিয়র সহকারী শিক্ষা অফিসার থানা শিক্ষা অফিসারের কাজ চালাচ্ছেন। থানা শিক্ষা দফতরের একশ্রেণীর কর্মকর্তা-কর্মচারির দুর্নীতির কারণেই শিক্ষকরা হয়রানির শিকার হচ্ছে। শিক্ষকদের টাইম স্কেল, ইবিক্রম, মেডিক্যাল ছুটি, মাতৃত্ব ছুটি, পেনশন, গ্র্যাচুইটি প্রাপ্তির ক্ষেত্রে দুর্নীতি এবং হয়রানির কারণে ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছে। ভুক্তভোগী শিক্ষকরা উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট এর প্রতিকার কামনা করেছেন।